ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৬১
আগরতলা, ১ নভেম্বর, ২০১৯

স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির সভা
সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাংকগুলিকে
সুবিধাভোগীদের ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসতে মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান

সরকারের পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাংকগুলিরও নিজস্ব কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। কৃষি, রাবার, মৎস্য চাষ, প্রাণী পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, পর্যটন এবং ডেয়ারী শিল্পের মতো অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাংক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ আগরতলায় প্রজ্ঞাভবনের ৪নং হলে অনুষ্ঠিত স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির ১৩০তম সভায় এই আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সভায় আলোচনাক্রমে তিনি বলেন, সরকারের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে সুবিধাভোগীদের প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানে এগিয়ে আসতে হবে ব্যাংকগুলিকে। একই সঙ্গে ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে গ্রামের সফল কৃষক বা স্ব-উদ্যোগীদের নামের তালিকা ব্যাংকগুলির কাছে রাখার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাংকের কাছে এসমস্ত স্ব-উদ্যোগীদের নামের তালিকা থাকলে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের ঋণ প্রদানে অনেকটাই সুবিধা হবে। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করাও সহজতর হয়ে উঠে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্যাংকের আধিকারিকগণ যারা ক্ষেত্র পর্যায়ে গিয়ে নিজ উদ্যোগে ঋণ প্রদান করে থাকেন সেই সকল আধিকারিক কিংবা ব্যাংক কর্মীদের উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনে তাদেরকে ইনসেন্টিভ বা পুরস্কার দেওয়ার বিষয়ে ব্যাংকগুলিকে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্যে আগামী দিনগুলিতে যে সমস্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হবে সেই দিকেও ব্যাংকগুলিকে দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা নিতে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সাব্রুমের ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান সেতুর কাজ সম্পন্ন হলে এবং চিটাগাং বন্দর দিয়ে পণ্য পরিবহণ শুরু হলে রাজ্যে বাণিজ্য বিকাশের বিশাল সম্ভাবনা তৈরি হবে। রাজ্যে রাইস মিল এবং স্মোকহাউস যুক্ত রাবার শিল্প ইউনিট গড়ার ক্ষেত্রে যে সমস্ত উদ্যোগীরা এগিয়ে আসছেন তাদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্যাংকগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সভায় ব্যাংকের এ টি এম কাউন্টারগুলি যাতে নিয়মিত সচল থাকে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে বলেন ব্যাংকগুলিকে। যারা বিভিন্ন প্রকল্পের ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়েছেন এবং যারা ঋণ পরিশোধ করতে পারছেননা তাদেরকে চিহ্নিত করে ব্যাংকগুলিকে তাদের সাথে আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

***২-এর পাতায়

সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু বলেন, রাজ্য সরকার কৃষি, মৎস্য চাষ এবং ডেয়ারী শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। অ্যানুয়েল ক্রেডিট প্ল্যান অর্থাৎ এ সি পি-র নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর জন্য ব্যাংকগুলিকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন তিনি। মুখ্যসচিব কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানে লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছাতে চলতি মাসে জেলাশাসকদের সঙ্গে ব্যাংকের প্রতিনিধিদের বৈঠক আয়োজন করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সি ই ও অশোক কুমার প্রধান সভায় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির বিস্তারিত কর্মসূচি সম্পর্কে অবহিত করেন। সভায় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির ১২৯ তম সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ হয়েছে এবং যেসব ঘাটতি রয়েছে সেইগুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয় এবং চলতি বছরের নানাবিধ কর্মসূচির রূপরেখাও তৈরি করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত ব্যাংকের সি ডি রেশিও ৫৬ শতাংশ যা ২০২০ সালের মার্চের মধ্যে ৬৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। যে সকল ব্যাংকের কম সি ডি রেশিও রয়েছে তাদের আরও যত্নবান হয়ে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয় স্টেট লেভেল ব্যাংকার্স কমিটির পক্ষ থেকে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২১,৪৮৩ জনকে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এম এস এম ই-তে ঋণ প্রদাণের ক্ষেত্রে চলতি বছরে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৫২ শতাংশ সাফল্য এসেছে। পি এম ই জি পি প্রকল্পে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫৩টি প্রকল্পের প্রস্তাব মঞ্জুরী দিয়েছে ব্যাংক বলে সভায় জানানো হয়। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনায় ১,২০,৯৫৫ জনকে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৬৯২.৮৬ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পে ১৩ জন মহিলাকে ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। চিফ মিনিস্টার্স বি এড অনুপ্রেরণা যোজনায় চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৯৮৮ জন আবেদনকারীর ঋণ মঞ্জুর করেছে ব্যাংক। সভায় আলোচনায় পর্যটন সহায়ক প্রকল্পে ২৪টি ঋণ প্রস্তাব মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়। এছাড়াও এদিনের সভায় স্বসহায়ক গোষ্ঠীদের ঋণ প্রদান ডেয়ারী ডেভেলপমেন্ট স্কীম, শিক্ষা ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান, বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

এদিনের সভায় অতিরিক্ত মুখ্য সচিব মনোজ কুমার, ভারত সরকারের ফিনান্সিয়্যাল সার্ভিস দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারি অশোক কুমার ডোগরা, অর্থ দপ্তরের সচিব এন ডার্লং, শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, মৎস্য দপ্তরের সচিব রামেশ্বর দাস, রিজার্ভ ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার সুনীল কুমার, ইউনাইটেড ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার, ডি জি এম সহ বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, প্রতিনিধি, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

*****